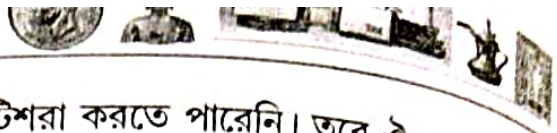

আগে পর্যন্ত কোনো সদর্থক পরিকল্পনা অনুসারে শাসন ব্রিটিশরা করতে পারেনি। তবে ঐ সময়ে অনেক ব্রিটিশ ভারতের ভাষা, জাত, ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। তারা বুঝতে পারে ভারতবর্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক দিক থেকে রত্নের ভান্ডার। এই রত্নকে সংরক্ষণ করা দরকার। শুধু সাংস্কৃতিক নয় প্রাকৃতিক সম্পদেও ভারতবর্ষে অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে। যে সব ব্রিটিশ বিদ্বজন শাসকের কর্মচরী হিসাবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন তাদের উদ্যোগে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন—এশিয়াটিক সোসাইটি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া প্রভৃতি। এদের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতবর্ষে প্রথম প্রথাগত সংগ্রহশালার বীজ রোপণ করে।

১. প্রাক পর্যায় বা কোম্পানি পর্যায় (১৭৫৭—১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) :

শহর কলকাতা ভারত তথা এশিয়ার প্রথম সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার জন্য গর্ব করতে পারে। এই শহরে প্রথম সংগ্রহশালার বীজবোপন হয়েছিল ১৭৮৪ সালে **এশিয়াটিক সোসাইটির** পত্তনের মাধ্যমে। ১৭৮৪ সালের ১২ বছর আগে ১৭৭২ সালে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি কলকাতায় স্থানান্তরিত করে। এর ফলে কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান দপ্তরে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে কলকাতার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শুধুমাত্র যে ১৯১১ অবধি কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল তা নয় কলকাতার পার্শ্ববর্তী নদী বন্দর দেশের ও বিদেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনেও সুবিধা তৈরী করেছিল। সুদুর প্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যবর্তী স্থানে কলকাতা অবস্থিত হওয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠতে থাকল।

১৭৮৩ সালে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে স্যার উইলিয়াম জোন্স এর পদার্পণ ভারতবর্ষের সংগ্রহশালার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শুরু করলো। এর ঠিক পরের বছর ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্যার জোন্স তাঁর প্রায় ত্রিশজন উৎসাহী সতীর্থদের নিয়ে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (Asiatick Society) প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সোসাইটি কি উদ্দেশ্যে তৈরী তা তাদের বিধির মধ্যে উল্লেখ ছিল। বিধিতে লেখা ছিল—'এশিয়ার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই এর অনুসন্ধান বন্ধ থাকবে এবং এই সীমার মধ্যে মানুষ এবং প্রকৃতি সৃষ্ট যা কিছুর ওপর এর অনুসন্ধান বিস্তার করবে' (The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia and within these limits its enquiries will be extend to whatever is performed by men and produced by nature)।

উইলিয়াম জোন্স সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষনে সোসাইটির কাজ হিসাবে শুধুমাত্র একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কথাই বললেন না, তিনি উল্লেখ করলেন যে সদস্যদের অনুসন্ধানের ফলে কৌতুহল উদ্দীপক বস্তু সংগ্রহ করা হবে তার যথোপযুক্ত মজুদ ও সংরক্ষণ দরকার। ১৭৯৬ সালে সোসাইটি তার নিজস্ব বাড়ীর কথা ভাবে এবং তার জন্য অর্থ দানের আহ্বান করা হয়। কিন্তু ১৮০৮ অবধি এই পরিকল্পনাটি সাফল্য পায়নি। এর পর সরকারী দানে দেওয়া ১নং পার্কস্ট্রিট কলকাতা অবস্থিত জমিতে সোসাইটি তার নিজস্ব ভবন নির্মাণ করে। এরপর ছয় বছর কেটে গেছে সংগ্রহশালা গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে আর বিশেষ

কিছু এগোয়নি। এরপর ১৮১৪ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি ডেনমার্কের এক উদ্ভিদবিদ ড. নাথানিয়েল ওয়ালিচ বিনা পারিশ্রমিকে সংগ্রহশালা দেখভালের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তিনি প্রথম গুরুত্ব সহকারে প্রস্তাব দিলেন যে সদস্যদের সংগৃহীত বস্তু সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক সংগ্রহশালার প্রয়োজন। তিনি তাঁর বাড়িতে সংগ্রহের প্রতিলিপি সোসাইটিকে দান করলেন। ১৮১৪ সালে ১লা জুনের মধ্যে ডঃ ওয়ালিচ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায় সাফল্য পেলেন এবং পরিচালকের দায়িত্ব নিলেন। সোসাইটির সদস্যরা এই মহান ভাবনাকে সমর্থন করলেন এবং তার ফলে দুটি বিভাগ অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং কারিগরি নিয়ে একটি এবং ভূতাত্ত্বিক ও প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে আরেকটি বিভাগ সমেত ভারতের প্রথম সংগ্রহশালা স্থাপিত হলো। ১৮১৫ সালের ৫ই এপ্রিল ড. ওয়ালিচের সহযোগী হিসাবে উইলিয়াম গিবসন যৌথ পরিদর্শক (Joint Superintendent) হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

ড. নাথানিয়েল ওয়ালিচ

সোসাইটির একতলা সংগ্রহশালা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ক্রমশ বিভিন্ন ব্যক্তির দানে এই সংগ্রহশালার কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকল। প্রথম অবস্থায় যেসব ব্যক্তির দানে সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁরা হলেন—কর্ণেল জে. সুয়ার্ট, মেজর আর. টাইটলার, জেনারেল কলিন ম্যাকেঞ্জি, কাপ্টেন ডিলোন, বি. এইচ. হডসন, রবার্ট হোম এবং বাবু রামকমল সেন। এই বাবু রামকমল সেন পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। শুধুমাত্র ইউরোপীয় ব্যক্তি নন সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় যাঁদের দানে সোসাইটির সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁরা হলেন বেগম সামরু, কালিকৃষ্ণ বাহাদুর, শিবচন্দ্র বোস, রাধাকান্ত দেব, মথুরনাথ মল্লিক এবং রাজেন্দ্র লাল মল্লিক। সর্বশেষ জন পরবর্তীকালে ১৮৫৫ সালে মধ্য কলকাতায় নিজ বাসভবনে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ দিয়ে একটি সংগ্রহালয় গড়ে তোলে যা **'মার্বেল প্যালেস'** নামে আজও বিখ্যাত। যাইহোক উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের সংগ্রহের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় শিল্প বস্তু, তৈলচিত্র, অনুচিত্র ইত্যাদি।

কয়েক বছরের মধ্যে সোসাইটি আর্থিকভাবে সমস্যায় পড়লো এবং ১৮৩৭ সালের ১৫ই জুন সোসাইটি তৎকালীন ভারত সরকারের কাছে সংগ্রহশালার কিউরেটরের বেতন বাবদ প্রতিমাসে ২০০ টাকা অনুদান দেওয়ার আবেদন করল। ভারত সরকার অন্তবর্তীকালীন অনুদান হিসাবে প্রতিমাসে ২০০ টাকা এবং সংগ্রহশালার বস্তু কেনার জন্য বিশেষ অনুদান দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই প্রথম সরকার সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার উপযোগীতা অনুধাবন করল। ভারত সরকারের মাধ্যমে লন্ডনে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরের কাছে পুনরায় সোসাইটির পক্ষ থেকে আবেদন করায় (১৮৩৯ সালে), কিউরেটরের বেতন এবং সংগ্রহশালার দেখভালের জন্য প্রতিমাসে ৩০০ টাকা অনুদান মিলল। তা ছাড়াও ভারত সরকার সংগ্রহশালার উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে বিশেষ অনুদান দিতে থাকল। এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর ড. ওয়ালিচের পর বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি ডাইরেক্টরের পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁরা হলেন—ড. জে. টি. পিয়ারসন, ড. জন ম্যাকবেল্যান্ড, এন. এম. জেমসন, ড. থমসন, এইচ. পিডিংটন, ড. এডওয়ার্ড ব্লিথ প্রভৃতি।

১৯৪০ সালে রানীগঞ্জে কয়লাখনির সন্তোষজনক উৎপাদন এবং দেশের অন্যান্য অংশের খনিজ পদার্থের

সন্ধান মেলায় সরকার কলকাতায় একটি অর্থনৈতিক ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার কথা ভাবেন। এবং ঐ সালে সোসাইটিতে তা প্রতিফলিত হয়। ঐ সময় সোসাইটির ভবনে দুটি সংগ্রহশালা অবস্থান করত। কিন্তু ১৮৫৬ সালে সরকারের ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহ হেস্টিং স্ট্রিটে জিওলজিক্যাল সার্ভের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

ড ওয়ালিচের পরবর্তী এডওয়ার্ড গ্রিথের উৎসাহে সোসাইটির সংগ্রহ এত বৃদ্ধি পায় বিশেষত প্রাণীতত্ত্বের সংগ্রহ যে ১৮৫৬ সালে সোসাইটি সরকারের কাছে 'ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামের' (ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পূর্ববর্তী নাম) নতুন ভবনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে সরকার এদিকে আর নজর দিতে পারেনি। ১৮৬৫ সাল অবধি সোসাইটির সংগ্রহশালার কোনো বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এরপর ১৮৬৬ সালে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এ্যাক্ট পাশ হয় এবং ড. জন আলেকজেন্ডারকে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সুপারিন্টেডান্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বছর সোসাইটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্ট গঠন করে এবং বই, পত্রিকা, ছবি, মুদ্রা ও মানচিত্রের মতো বস্তুগুলো ছাড়া সমস্ত কিছু ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের হাতে ন্যস্ত করে। ১৮৭৫ সালে চৌরঙ্গী রোডের নতুন ভবনে সমস্ত বস্তু স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৮৭৮ সালের ১লা এপ্রিল বর্তমান ভবনটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে এর ছয়টি বিভাগ রয়েছে—শিল্পকলা,

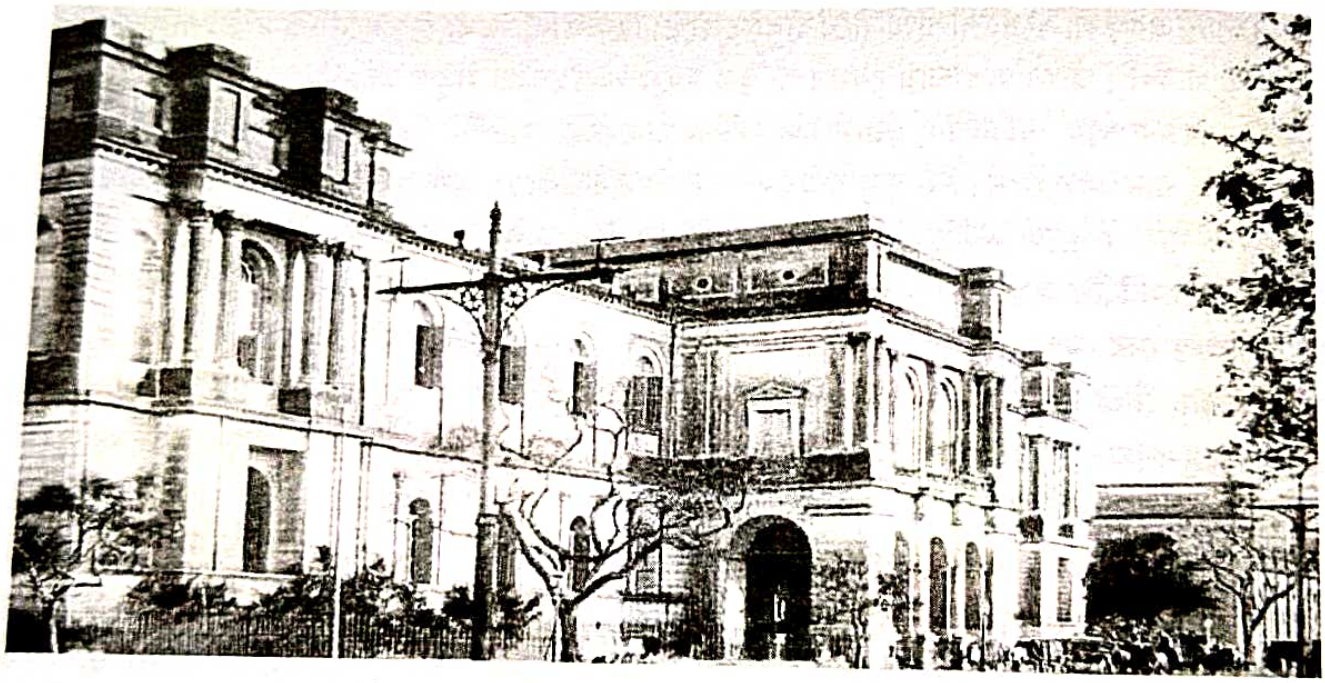

ভারতীয় জাদুঘর বা ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (১৯০৬ সালের তোলা ছবি)

পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক উদ্ভিজ্জ। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এটি বর্তমানে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পরিচালনাধীন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করেছে। ১৮১৯ সালে তৎকালীন মাদ্রাজে বা চেন্নাইয়ে একটি সংগ্রহশালা খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং ১৮৪৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজ লিটেরার সোসাইটির যে স্বল্প সংগ্রহ ছিল তা দিয়ে একটি সংগ্রহশালা খোলার সম্মতি দেয়। এই মাদ্রাজ লিটেরারি সোসাইটি ছিল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির একটি শাখা। অবশেষে ১৮৫১ সালে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল মিউজিয়াম